দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৪...

46

এ ধরনের কর্মকান্ড সন্ত্রাসী ঃ সিন্ডিকেট

ভিসি অফিসে ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীদের হামলা ঃ ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ডাকসু নির্বাচন পেছানোর দাবিতে ছাত্রলীগের (ম–ই) সমর্থকরা মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস ও প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষ ভাংচুর করে।

তারা অফিস কক্ষের সামনের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে এবং ভেতরে ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ এ সময় তাঁর অফিস কক্ষে অবস্থান করছিলেন। ছাত্রলীগ (ম–ই) কর্মীরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে।

ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করলে ছাত্রলীগ (ম–ই) কর্মীরা মিছিলটিকে 'ধর' 'ধর' বলে তাড়া করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

প্রতিবাদ মিছিল শেষে ছাত্রদল আয়োজিত সমাবেশে ভিসি অফিস ভাংচুরের নিন্দা করে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করা হয়। একই সাথে নির্ধারিত তারিখে সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও সমাবেশে দাবি জানানো হয়। একই দাবিতে ছাত্রলীগ (ম–ল) ও একটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

(৩–এর পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভিসি অফিসে ছাত্রলীগ (ম–ই) কর্মীদের হামলা ঃ ভাংচুর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের এরূপ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করা হয়।

ভিসি অফিস ভাংচুরের পর ছাত্রলীগ (ম–ই) আয়োজিত সমাবেশে ভাইস চ্যান্সেলরকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদকে জিয়া পরিষদের উপদেষ্টা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর অধীনে নির্বাচন হবে বিএনপিকে জেতানোর নির্বাচন। এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না। সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বর্তমান ভিসির অধীনে ডাকসু নির্বাচন না করার ঘোষণা দেন।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর দাবিতে ভিসির কাছে স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের (ম–ই) একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে যায়। কর্মীদের বাইরে অবস্থান করিয়ে রেখে নেতৃবৃন্দ ভিসি অফিসে প্রবেশ করেন। ভিসি অফিস থেকে বের হয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জানান, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ ডাকসু নির্বাচন পেছানোর বিষয়ে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কর্মীদের একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তারা ভিসি অফিস ও প্রশাসনিক ভবনে ভাংচুর করে।

পরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছাত্রলীগের (ম–ই) এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি মঈন উদ্দীন হাসান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, খিজির হায়াৎ লিজু, পংকজ নাথ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সমাবেশে মঈন উদ্দীন হাসান চৌধুরী বলেন, বর্তমান ভিসি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে মোটেই আগ্রহী নন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ কর্মীদের নিজ নিজ হলে পুনর্বাসনের ব্যাপারে বার বার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা পূরণ করেননি। তিনি অবিলম্বে জহুরুল হক, সলিমুল্লাহ, জিয়া, মহসীন ও সূর্যসেন হলসহ বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের দাবি জানান।

ইকবালুর রহিম ডাকসু নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, বর্তমান ভিসি ছাত্রদলকে ডাকসু নির্বাচনে জয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএনপির প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তড়িঘড়ি করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছে।

ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিস ভাংচুরের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম, মনিরুজ্জামান মনির, কামরুজ্জামান চৌধুরী রতন, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, শাহজাহান হাওলাদার সুজন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশে নাজিমউদ্দীন আলম বলেন, একটি জনবিচ্ছিন্ন ছাত্র সংগঠন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তাদের অবস্থান আঁচ করতে পেরে বেসামাল হয়ে উঠেছে। তিনি ক্যাম্পাসে অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি ডাকসু নির্বাচনের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বৈরাচারের দোসররা সাধারণ ছাত্রদের রায় নিতে ভয় পায়। কাজেই তারা ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিপন্ন করে ডাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে।

ছাত্রলীগ (মি–ল)

ভিসি অফিস ভাংচুরের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (মি–ল) আয়োজিত সমাবেশে মিজানুর রহমান আজাদ ও আবু তাহের বক্তৃতা করেন।

মিজানুর রহমান আজাদ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভিসি অফিস ভাংচুরকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

তিনি যে কোন মূল্যে নির্ধারিত তারিখে সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে হামলার নিন্দা করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম এবং সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি আবুল খায়ের ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন আহমদ পিন্টু পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার প্রতিবাদে অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেছেন।

সিন্ডিকেট সভা

ভিসি অফিসে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিন্ডিকেটকে জানানো হয় যে একটি ছাত্র সংগঠনের কিছুসংখ্যক ছাত্র মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ভিসি অফিসের গেটে জমায়েত হয়। তারা ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন পিছানোর জন্য স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার অফিসসমূহের জানালার কাচ ইটপাটকেল ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে। তারা ভিসি অফিসের প্রধান ফটকের কলাপসিবল গেট ও সিরামিক রেলিং ভাঙ্গার চেষ্টা করে। কয়েকজন ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভিসির কাছে ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনের তারিখ পিছানোর জন্য স্মারকলিপি জমা দেয়ার সময়ও ভিসির সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। স্মারকলিপি জমা দিয়ে চলে যাবার সময়ও তারা আরো ভাঙচুর করে।

সিন্ডিকেটকে ভাইস চ্যান্সেলর জানান যে প্রত্যেক ছাত্র সংগঠন, হলের প্রভোস্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করেই ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। তিনি সভাকে আরও জানান, সমস্ত হলে প্রত্যেক আবাসিক ছাত্র যেন নির্বিঘ্নে স্বীয় কক্ষে অবস্থান করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সভায় সকল ছাত্র সংগঠনকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আহবান জানানো হয়।

সভায় সুষ্ঠুভাবে ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহবান জানানোহয়।

ডাকসুর নির্বাচন উপদেষ্টা পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত

ডাকসু নির্বাচন উপদেষ্টা পরিষদের এক সভা গতকাল ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় ডাকসু নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় ও নির্বাচন সফল করার লক্ষ্যে কয়েকটি উপ–কমিটি গঠিত হয়।

সভায় নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম–ই) প্রদত্ত স্মারকলিপি নিয়েও আলোচনা হয়। সভা মনে করে, সকল সংগঠন ও হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অব্যাহতভাবে কাজ করে চলছে। ফলে ইতিমধ্যে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার কোন যুক্তিসংগতকারণনেই।

ছাত্রলীগ (ম–ই) কর্তৃক স্মারকলিপি প্রদান করার সময় কতিপয় সন্ত্রাসী যেভাবে প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষের জানালার কাচ ভাঙচুর করে এই সভায় তার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় আগামী ১২ এপ্রিল তারিখে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মধুদার স্মরণসভা স্থগিত

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক সভায় '৭১–এ পাকবাহিনীর হাতে নিহত মধুদার স্মরণসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়াহয়েছে।

আজ মধুর ক্যান্টিনের সামনে মধুদার ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। প্রতি বছর সকল ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে এই স্মরণসভার আয়োজনক করে।

স্মরণসভায় ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রধান অতিথি করায় ছাত্রলীগ (ম–ই) আপত্তি তুলেছে। ফলে অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।